মেহেরপুরের বেড়পাড়ায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে নির্মাণ কাজ

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ উঠেছে আজিজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম নামে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

এ অভিযোগ তুলে সদর থানায় অভিযোগ করেছেন নুরুল ইসলাম নামের এক হোমিও চিকিৎসক।

অভিযোগ পত্রে তিনি জানান, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার ওয়াজেদ ব্যাপারীর ছেলে আজিজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম তার প্রতিবেশী। তারা আমার সীমানায় জোরপূর্বক পাকা বসত বাড়ি নির্মান করছেন। এঘটনায় মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

মামলায় বিচারক ১৪৫ ধারা আদেশ দিয়ে উভয়পক্ষকে নির্মান কাজ বন্ধ রেখে শান্তি—শৃঙ্খলা বজার রাখার নির্দেশ দিৃয়েছেন। আদালতের নির্দেশে মেহেরপুর থানা থেকে তাদের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা নির্মাণ কাজ চলমান রেখেছেন।

এ নিয়ে গতকাল বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বিবাদীরা নির্মাণ কাজ বন্ধ করেননি। এসময় বিবাদীরা বলেন, আমরা আমিন দিয়ে মেপে নিজের জমিতে কাজ করছি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে চার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে চার জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই চার জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মৃত হাফেজ মন্ডলের ছেলে মোঃ হাতেম আলী (৫০), ইসলামপাড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের ছেলে মোঃ মেহেরুল্লাহ (কাদা), বেড়পাড়ার আঃ রাজ্জাকের ছেলে মোঃ রাজিব হাসান (৩৮) ও টাঙ্গাইল দেলদুয়ারের সবদের দেওয়ানের ছেলে শহিদুল (৪৭)।

গ্রেফতাকৃতকে আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চিৎলা পাটবীজ খামারের জেডির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও টেন্ডার বাণিজ্যের অভিযোগ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দ মোনালিসা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে বিগত বছরগুলোতে এশিয়া মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম চিৎলা ভিত্তি পাটবীজ খামারটি নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও চুরি করে খামারটি দেওলিয়া করার অভিযোগ উঠেছে যুগ্ম পরিচালক (জেডি) মোর্শেদুল ইসলাম।

পতিত স্বৈরাচার সরকারের পতন হলেও বহাল তবিয়তে তার দূর্ণীতি, অর্থলোপাট ও অপকর্মচালিয়ে আসছেন ফ্যাসিস্ট সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রীর এই দোসর।

খামারটিতে টেন্ডার বিহীন গাছ কেটে সাবাড়, বিনা টেন্ডারে ড্রেন নির্মাণের নামে অর্থ লোপাট, রং করণ, বিচুলি, খড়, অবীজ আলু, ধান বিক্রি, চুরি করে বীজ বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ, অতিরিক্ত শ্রমিক দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ, যন্ত্রপাতি মেরামতের নামে অর্থ লোপাট, জ্বালানি তেলের বরাদ্দ আত্মসাৎ, রাসায়নিক ও কীটনাশকের

দুর্নীতি করে পার পেয়ে যেতেন। এই খামারের বড় বড় গাছ উনি কেটেছেন আর বাড়ীর ফার্নিচার তৈরির জন্য চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। আর গরুর খাবার হিসেবে এই খামারে যত ধান চাষ হয়। তার সব বিচালি খামারের গাড়ী ব্যবহার করে কোন টেন্ডার ছাড়াই নিয়ে যান। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা থেকে তার আত্মীয়ের সারের দোকান থেকে নিম্নমানের সার ও বিষ নিয়ে আসেন।

তিনি মনে করেন এই খামার তার পৈত্রিক সম্পাতি। খামারের কেউ কিছু বললেই তাকে কাজ থেকে ছাটাই করা হয়। সে যোগদানের পরে শ্রমিকদের কাজও কমে গেছে। শ্রমিকদের কাজে না লাগিয়ে আগাছা পরিষ্কারের জন্য নিন্মমানের কীটনাশক প্রয়োগ করে জমির ফসল পুড়িয়ে ফেলারও অভিযোগ রয়েছে জেডির বিরুদ্ধে। এই ঐতিহ্যবাহী খামারের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমান যুগ্ম পলিচালককে এখান থেকে দ্রুতই অপসারণ করা প্রয়োজন।

তিনি আরো জানান, খামারে আগের মতো উন্নতি না হলেও বর্তমানে যেটুকু হচ্ছে। তার আংশিক চুরি হয়ে যায়। আর এসকল অনিয়ম ও দুর্নীতিতে সহযোগিতা করেন জেডি’র নিজস্ব নিয়োগকৃত নাজিম উদ্দিন নামের এক শ্রমিক।

স্থানীয়রা জানান, মোর্শেদুল ইসলাম খামারে যোগদানের পর থেকে অনিয়ম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের বীজ বিক্রি, টেন্ডার ছাড়া গাছ বিক্রি, গোপনে খামারের পুরানো গাড়ীর যন্ত্রাংশ বিক্রি, শ্রমিকদের ভুয়া বিল ভাউসার তৈরি ও টেন্ডার বানিজ্য করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া কৌশলে তার নিজ এলাকা থেকে নাজিম উদ্দিন নামের একজনকে খামারে অঘোষিত জেডি নিয়োগ দিয়েছেন। তার মাধ্যমে খামারে বিভিন্ন অনিয়ম সংঘটিত হয়। শ্রমিকের ভুয়া তালিকাও সে তৈরী করে।

জানা গেছে, যুগ্ম পরিচালকের জন্য সরকার মাসিক বাসা ভাড়া দিলেও সে ভাড়া বাসায় না থেকে অবৈধভাবে খামারের অতিথি ভবন (রেস্ট হাউজ) ব্যবহার করে আসছেন। অতিথি ভবন নিজের বাসা হিসেবে ব্যবহার করলে তাকে প্রতি মাসে সরকারের নির্দিষ্ট ভাড়া পরিশোধ করার কথা থাকলেও তিনি কোন টাকা জমা দেননি। ফলে সরকারকে তিনি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। এছাড়া বিনা কারনে সরকারকে বাবুর্চি, পাহারাদার এবং বিদ্যুৎ ও এসি বিল বাবদ গুনতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এছাড়াও সরকারি গাড়ী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মোর্শেদুল ইসলাম সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে চুয়াডাঙ্গায় তার শশুরের এলাকায় গরুর ফার্ম করেছেন। তার এই অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে খামার এলাকার চিৎলা, জুগিন্দা, নিত্যানন্দপুর ও বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সচেতন মহল মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশও করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে তিনার অনিয়ম ও দুর্নীতির সংবাদ প্রচার হলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেননি।

এ ব্যাপারে জেডই মোর্শদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি সব প্রশ্নের উত্তরে বলেন নো কমেন্টস।

মেহেরপুরে ওয়ার্ড বিএনপি’র কর্মী সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল

বিএনপি’র চেয়ারপারর্সন খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রূহের মাগফেরাত কামনায় মেহেরপুরে ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র কর্মী সম্মেলন, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে শহরের ঘোষপাড়ার মোড়ে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য আনছারুল হক, ওমর ফারুক লিটন, এম এ কে খায়রুল বাসার ও রোমানা আহমেদ।

এছাড়াও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল রহমান লাভলু, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ

সম্পাদক রাকিবুল হাসান রিপন, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনাসহ ১নং ওয়ার্ড বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বিএনপি’র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মুজিবনগরে এএসসি পরিক্ষার্থীদের বাড়িতে ইউএনও

মুজিবনগরে আসন্ন এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিতে এবং তাদের পড়াশোনার অগ্রগতির খোঁজখবর নিতে শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের সন্তানদেরকে পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে বলেন।

নির্বাহী অফিসার বলেন, আপনারা হলেন আপনার সন্তানদের আদর্শ শিক্ষক আপনারা যদি সন্তানদের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা করেন তাহলে আপনার সন্তানরা কখনোই ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না। তাই আপনারা আপনাদের সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হবেন। তাদেরকে পড়াশোনার সময় মোবাইল ব্যবহার করতে দিবেন না অযথা বাইরে ঘোরাঘুরি করতেন দিবেন না। সবসময় সন্তানদের চলাফেরার পথে নজর রাখবেন আর তাদেরকে উৎসাহিত করবেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ তোমরা শিক্ষিত হলে জাতি শিক্ষিত হবে। একটি আদর্শ সমাজ গঠন সহজ হবে। তুমি যদি ভালো রেজাল্ট করো তোমার পিতা মাতার মর্যাদা বাড়বে তোমার স্কুল এবং স্কুলের শিক্ষকদের সম্মান এবং মর্যাদা বাড়বে। তাই কয়েক দিন সময় আছে তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো এবং ভালো

রেজাল্ট করো এই প্রত্যাশা আমি করি তোমাদের চলার পথে কোন সমস্যা হলে তোমার শিক্ষকদের মাধ্যমে আমার কাছে বলবে। আমি সবসময় তোমাদের পাশে আছি। যে কোন প্রয়োজনে আমার কাছে আসবে আমি তোমাদের প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করব।

এ সময় তিনি এসএসসি পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।

এ সময় নির্বাহী অফিসারের সাথে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলাম।

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধীর মামলায় আগাম জামিন পেলেন ২১ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্রদের উপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা সন্ত্রাস দমন আইনের মামলায় দুই দফায় ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জন্য আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ।

আজ বুধবার বিকালে হাইকোর্টের বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান এবং মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ ৯ জন নেতাকর্মীকে ৮ সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে মেহেরপুর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এর আগে গতকাল ১৮ মার্চ একই বেঞ্চের বিচারক এই মামলার ১২ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জামিন দেন।

আগাম জামিন প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু, গাংনী পৌর যুবলীগের দফতর সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জল, সাবেক ছাত্রনেতা বিপ্লব হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ রাজু আহম্মেদ, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আশিকুজ্জামান পিন্টু, ওবাইদুল ইসলাম, রেজাউল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা ইয়ারুল ইসলাম ও রাশিদুল ইসলাম। মামলায় আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন এডভোকেট হুমায়ুন কবির।

উল্লেখ্য, গাংনী পৌর সভার চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা সাবেক সেনা সদস্য জুলফিকার আলী ভূট্টোর ছেলে ইমন বাদী হয়ে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও সহযোগী সংগঠণের ৩৫ জনকে এজাহার নামীয় ও ১০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ সালের (সংশোধনী ২০১২) এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(ক)(খ)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ০২/২৪ ইং, গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ইং জিআর মামলা নং ২২৭/২৪ ইং। মামলাটি বর্তমানে আমলী আদালত গাংনীতে বিচারাধীন রয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, হাইকোর্টেও বেঞ্চে জামিনের জন্য আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক মামলার আসামিদের মধ্যে দুই দিনে ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের অন্তবর্তিন জামিন দিয়েছেন।

মুজিবনগরের মোনাখালিতে ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন ও ইফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মোনাখালি ইউনিয়নের আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুরে এ সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাইহান কবির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য হাজী মশিউর রহমান।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলামের সঞ্চালনায় এছাড়াও এসময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক এস এম সালাউদ্দীন, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান বিকু, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামসহ মোনাখালি ইউনিয়নের ৪,৫ ও নং ওয়ার্ডের বিএনপির নেতা কমীবৃন্দ।

সম্মলনে বিএনপির সাধারণ কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে মোনাখালি ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হিসাবে সিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাহাবুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক বাদশা মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলুর রহমান নির্বাচিত হন।

৫ নং ওয়ার্ড শিবপুরের সভাপতি মিয়ারুল ইসলাম গাজী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোমিন, সাধারণ সম্পাদক আ: কুদ্দুস, সাংগঠনিক সম্পাদক মুক্তি রহমান (ভনা) নির্বাচিত হন।

৬ নং ওয়ার্ড শিবপুর সভাপতি হিসাবে গরিবুল্লাহ সরদার, সিনিয়র সহ-সভাপতি মিনারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ বিশ্বাস এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল গাজী নির্বাচিত হন।

মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন পন্য বিক্রি, চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ, নিষিদ্ধ ও মূল্যবিহীন কসমেটিকস বিক্রির দায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বুধবার (১৯ মার্চ) দুপুর ২টার দিকে শহরের বড় বাজার এলাকায়

অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। পরিচালিত এই অভিযানে ফল, কাপড় ও কসমেটিকস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের বড় বাজারে অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়।

এসময় মেয়াদোত্তীর্ণ, নিষিদ্ধ ও মূল্যবিহীন কসমেটিকস বিক্রির দায়ে রাজা স্টোর প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে ১৫ হাজার, নিউ কেয়া স্টোরের মালিক মোঃ হাফিজুর রহমানকে ১৫ হাজার, মেসার্স কেয়া স্টোরের মালিক মোঃ আজিজুর রহমানকে ৫ হাজার, ইলিয়াস স্টোরের মালিক মোঃ আবু সাঈদকে ৫ হাজার এবং একটি রেস্টুরেন্ট কে ২ হাজার মোট ৪২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, অভিযান চলাকালে ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, মূল্য তালিকা সঠিকভাবে প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে আরও সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মোঃ তামিম ইসলাম, ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাজেদুল হক মানিক ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে দুই আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে দুইজন আসামিকে

গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টার পর থেকে মেহেরপুরে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই দুইজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের মোঃ আরজুল্লা মল্লিকের ছেলে মোঃ জুলফিকার মল্লিক (৫৫), (জিআর-৫৯/২৩) ও মহাজনপুর গ্রামের মোঃ মিনারুল মন্ডলের ছেলে মোঃ শাহিন রেজা (৩৩), (মামলা নং ৯(৩)২৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)।

এই মামলার ভিকটিম মোঃ মোরশেদ আলমের মেয়ে রুহি খন্দকারকে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছে। এবং গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে জমে উঠেছে ঈদের বাজার, ক্রেতাদের ভিড়

পবিত্র মাহে রমজান শেষে মেহেরপুর শহরের বাজার এখন পুরোপুরি ঈদের আমেজে ভরপুর। প্রতিটি দোকানে ক্রেতাদের ভিড় যেনো ঈদের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ছোট-বড় সকলেই তাদের বাজেট অনুযায়ী শপিং করতে ব্যস্ত, যেন ঈদের প্রস্তুতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থেমে না থাকে।

শহরের বিভিন্ন অভিজাত বিপনী বিতান শপিংমল এমনকি ফুটপাত উপচেপড়া ভিড়। সকাল থেকে দুপুর ও বিকেল থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত রূপ নেয় ক্রেতা ও দর্শনার্থী সমুদ্রে। উদ্দেশ্য আসন্ন ঈদুল ফিতরের জন্য নতুন পোশাক এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ কেনা।

গেল বছরের তুলনায় একটু দাম বেশি বলেও দাবী ক্রেতাদের। ক্রেতা

বিক্রেতাদের মধ্যে দরকসাকসির শেষে বাড়ি ফেরার পথে সবার হাতেই থাকছে এক বা একাধিক নতুন কাপড়ে ভরা ব্যাগ।

রবিউল ইসলাম নামের এক ক্রেতা জানান “আমাদের বাজেট অনুযায়ী কেনাকাটা করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ঈদে পরিবারের জন্য সব কিছু কেনা হয়ে গেছে, এবার শুধু আনন্দে মেতে ওঠা বাকি।”
নয়ন স্টারের স্বত্বাধিকারী বলেন, “আগের চেয়ে বিক্রি ভালো হয়েছে। আগামী দিনে আশা করছি আরও ভালো হবে, কারণ ক্রেতাদের আগমন বেড়েছে।”

মেয়েদের পোশাকের মধ্যে এবার পাথরের কাজের তুলনায় সুতার কাজের কামিজগুলো ভালো চলছে। বিাভিন্ন দোকান ঘুরে দোকানী ও ক্রেতাদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, ভারতীয় কাপড়ে জরি, সুতা, পুঁথি, চুমকি, কুন্দন ইত্যাদি দিয়ে নকশা করা সালোয়ার-কামিজের চাহিদা আছে বেশ। সূতি পোশাকের চাহিদাটা একটু বেশি।

জামান বস্ত্রালয়ে মালিক ও মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, “এবারের রমজান ব্যবসার জন্য খুব ভালো ছিল। মেয়েরা গরমে হালকা রঙের জামা কাপড়ে প্রাধান্য বেশি দিচ্ছে তাই হালকা রঙের কাপড় ভালো বিক্রি হচ্ছে এছাড়াও উৎসবের কারণে গাঢ় রঙের পোশাকও বিক্রি হচ্ছে বেশ। আলহামদুলিল্লাহ, বেচাকেনা ভালো চলছে। আশা করি ঈদের পর্যন্ত আরো উন্নতি হবে।”

নতুন শাহবস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সাহা দেবু জানান, “রমজান উপলক্ষে বেচাকেনা ভালো ছিল, তবে আরও একটু ভালো হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে, আমরা আশা করছি শিগগিরই আরও বিক্রি হবে।”

মিম নামের আরেক ক্রেতা বলেন, “আমরা বাজার করতে এসেছি এবং রমজানে আমাদের বাজেট অনুযায়ী শপিং করতে পারছি, যা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। এবার ঈদে অনেক কিছু কিনতে পারছি, যা আগে সম্ভব হতো না।”

এবারে ঈদের বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে থ্রি পিস, শাড়ি এবং ছোট বাচ্চাদের পোশাক। বাজারে আগত ক্রেতারা জানাচ্ছেন, এবার ঈদ শপিংয়ে অনেক বেশি ভালো লাগছে, কারণ পছন্দমত সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন।